বাংলাদেশে গুগল স্ট্রিট ভিউ

তুহিন মাহমুদ

অনলাইনে ম্যাপিং সেবাকে সহজতর ও অধিকতর কার্যকরী সেবা দেয়ার জন্য কাজ করছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গুগল। গুগল স্ট্রিট ভিউ নামের এ সেবাটি বর্তমানে বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে ম্যাপিং সেবা দিচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় দেশ হিসেবে সম্প্রতি বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে গুগল স্ট্রিট ভিউ চালু করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির এ নতুন সেবা বাংলাদেশে কী ধরনের সুবিধা, সম্ভাবনা এনে দিতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়েই এই লেখা।

পর্যটন, যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসার বা ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য মানচিত্র বা ম্যাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভার্চুয়ালি কোনো অবস্থান দেখার সুবিধা দিতে কাজ করছে বেশ কয়েকটি তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে গুগল অন্যতম। গুগল ম্যাপস ও গুগল আর্থের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে এই সুবিধা দিয়ে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি। এই সেবার আধুনিকায়ন ও রিয়েল ভিউ আনতে ২০০৭ সালের ২৫ মে চালু করা হয় গুগল স্ট্রিট ভিউ। আর সেই গুগল স্ট্রিট ভিউ সেবা এখন বাংলাদেশে। দক্ষিণ এশিয়ায় স্ট্রিট ভিউয়ের প্রসারে একই সাথে পদক্ষেপ নিলেও ভারতে আগেভাগেই যাত্রা শুরু করেছে। সেই হিসেবে এশিয়ার দ্বিতীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই সেবা পাচ্ছে।

গুগল স্ট্রিট ভিউ কি

গুগল ম্যাপস ও গুগল আর্থের একটি বাড়তি ও আধুনিক সেবা হলো স্ট্রিট ভিউ। সাধারণত ৩৬০ ডিগ্রি কোণে ছবি তুলতে সক্ষম ক্যামেরার মাধ্যমে। এটি বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, বিখ্যাত স্থান, পর্যটন কেন্দ্র, ভবন ও স্থাপত্যের প্যানোরমিক চিত্র তুলে ধরে। ফলে ব্যবহারকারী সহজেই তার কাঙ্ক্ষিত এলাকার দিকনির্দেশনা পেতে পারেন, দূরে বসেও নিজের চোখে জায়গাটি দেখার সুযোগ পান। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে এটি চালু হলেও পরে বিশ্বব্যাপী কাজ শুরু করে। যে দেশগুলোতে স্ট্রিট ভিউ সুবিধা বিদ্যমান, ব্যবহারকারীরা গুগল ম্যাপসের মাধ্যমে সে দেশের বিভিন্ন এলাকার দৃশ্য জুম করে বড় আকারে দেখতে পান। সাধারণত যেসব স্থানে গুগল তাদের এই সেবা দেয়ার জন্য বিশেষ ক্যামেরায় ছবি তুলে শেয়ার করেছে, গুগল ম্যাপস বা গুগল আর্থের মাধ্যমে সেসব স্থানের ম্যাপ সবচেয়ে বড় (জুম) করে দেখার পর স্ট্রিট ভিউ কাজ করে। বাম পাশে অবস্থিত কমলা রংয়ের পেগমান আইকনটি টেনে এনে ম্যাপের নীল রং চিহ্নিত জায়গার ওপর বসিয়ে এই সেবা পাওয়া যায়। ৩৬০ ডিগ্রি কোণে তোলা এই ছবিগুলো কিবোর্ড ও মাউসের মাধ্যমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আশপাশের সবকিছু দেখা যায়। বর্তমানে থ্রিডি ছবিও দেখা যাচ্ছে স্ট্রিট ভিউ সেবায়, তবে তার জন্য ব্যবহারকারীকে থ্রিডি চশমা ব্যবহার করতে হবে।

কী আছে স্ট্রিট ভিউ ক্যামেরায়

স্ট্রিট ভিউ সেবার ছবি তোলার জন্য সাধারণত কার ব্যবহার করা হয়, যার উপরে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ক্যামেরা লাগানো থাকে। তবে যেসব স্থানে গুগলের এসব কার যেতে পারে না (যেমন– রেস্টুরেন্ট, পাহাড়, ভবন ইত্যাদি), সেখানে গুগল ট্রাইসাইকেল (তিন চাকার সাইকেল) ও স্নোমোবাইলসের (স্লেজ গাড়ি) মাধ্যমে ছবি সংগ্রহ করা হয়। প্রায় ২.৫ মিটার (৮.২ ফুট) উঁচু বিশেষ এই ক্যামেরাটি ১৮০ ডিগ্রি কোণে এর সামনের ৫০ মিটার দূরত্বের ছবি অনায়াসেই ও পরিষ্কারভাবে তুলতে পারে। ক্যামেরাটিতে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির জন্য থ্রিজি/জিএসএম ও ওয়াইফাই অ্যান্টেনা থাকে, যা আশপাশে থ্রিজি/জিএসএম এবং ওয়াইফাই হটস্পটকে খুঁজে বের করে। বর্তমানে উন্নতমানের ছবি তোলার জন্য ওপেন সোর্স হার্ডওয়্যার ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। গুগলের ব্যবহৃত এসব ক্যামেরাকে চারটি জেনারেশনে ভাগ করা হয়েছে। যেখানে প্রথমে বেসিক থেকে শুরু করে চতুর্থ জেনারেশনে হাই ডেফিনিশন ছবি তোলার কাজ করা হচ্ছে।

স্মার্টফোনেও স্ট্রিট ভিউ সেবা

শুধু কমপিউটার-ল্যাপটপ নয়, স্ট্রিট ভিউয়ের ব্যবহার সহজ ও হাতের মুঠোয় আনার জন্য স্মার্টফোনগুলোতেও এই সেবা ব্যবহার করার ব্যবস্থা রেখেছে গুগল। ২০০৮ সালের ২১ নভেম্বর অ্যাপল আইফোনের জন্য ম্যাপস অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া হয়। এরপর নোকিয়া, ব্ল্যাকবেরি, উইন্ডোজ মোবাইল ও অ্যান্ড্রয়িডের অপারেটিং সিস্টেমের অ্যাপসও আনা হয়। তাই বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকা হোক না কেনো আপনার হাতের মুঠোয় স্ট্রিট ভিউয়ের সেবা নিতে পারবেন।

বাংলাদেশে গুগল স্ট্রিট ভিউ

গত বছরের ৬ জুন গুগল জানায়, স্ট্রিট ভিউ এ পর্যন্ত বিশ্বের ৩৯টি দেশের প্রায় ৩ হাজার শহরের ২০ পেট্রাবাইট ডাটা বা ছবি সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে প্রায় ৫০ মিলিয়ন মাইলের সড়কের ছবি রয়েছে। স্ট্রিট ভিউয়ের এই অগ্রযাত্রায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয় গুগল। সেই তালিকায় বাংলাদেশের নাম উঠে আসে। ইতোমধ্যে ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে গুগল স্ট্রিট ভিউ যাত্রা শুরু করেছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের ছবি যুক্ত হয়েছে গুগল স্ট্রিট ভিউয়ে। দ্বিতীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশে গত ১০ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রা শুরু হয় গুগল স্ট্রিট ভিউয়ের। তবে এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো ছবি স্ট্রিট ভিউয়ে যুক্ত হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত হয়েছে গুগল। এর ফলে বাংলাদেশি এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভ্রমণকারীরা এ দেশকে নতুনভাবে দেখার এক চমৎকার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

প্রাথমিকভাবে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে স্ট্রিট ভিউ গাড়ি চালানো শুরু হয়েছে। গাড়িটি গুগল ম্যাপস স্ট্রিট ভিউয়ের জন্য এই এলাকাগুলো থেকে নানা ধরনের ছবি সংগ্রহ করছে। বিশেষ ধরনের ক্যামেরা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মতিসূচক চিহ্নসংবলিত গুগল গাড়ি ধারাবাহিকভাবে দেশের অন্য বড় শহরগুলোর বিভিন্ন এলাকা, জনপদ ও রাস্তাঘাটের ছবি তুলবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা

নিঃসন্দেহে একটি উন্নত ও বিস্তারিত মানচিত্র ব্যবসায়-বাণিজ্য, ভোক্তা এবং বৃহত্তর অর্থনীতিতে নানা ধরনের সুবিধা এনে দিতে পারে। সম্প্রতি গুগলের সহযোগিতায় প্রকাশিত অক্সেরা রিপোর্টে [http://valueoftheweb.com/reports/geospatial-services] দেখা গেছে, অনলাইন মানচিত্র ও জিপিএসের মতো বিভিন্ন ভৌগোলিক সুবিধা বিশ্বের নানা স্থানে অর্থনৈতিক উত্থানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অক্সেরা [http://www.oxera.com/] থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জিও সার্ভিস খাত বিশ্বব্যাপী ৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পারিশ্রমিক এবং ১৫০-২৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব জোগান দিয়েছে। জিও সার্ভিসের এই সুবিধা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং ভোক্তাদের খরচ বাঁচানোর পাশাপাশি দক্ষ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। যেহেতু অক্সেরা রিপোর্ট সব সময় সঠিক সংখ্যার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়, সুতরাং মানচিত্র আসলেই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রযুক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী চালিকাশক্তি এবং ইন্টারনেট সেই শক্তিশালী প্লাটফর্ম, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো সম্ভব। স্ট্রিট ভিউয়ের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বাংলাদেশের জনগণের নানা ধরনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সাহায্য করবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশে স্ট্রিট ভিউ চালু করার ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি দেশের মানুষের কাছে অনলাইন মানচিত্র সেবা আরও সুবিধাজনক হবে এবং বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় ও উদীয়মান পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে বিশ্বব্যাপী পর্যটকদের কাছে পরিচিতি পাবে। এছাড়া বাংলাদেশ গুগলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে আরও বেশি দেশি-বিদেশি মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পারবে, যারা বাংলাদেশকে নতুন আলোকে দেখার সুযোগ পাবেন।

গুরুত্ব পাচ্ছে নিরাপত্তার বিষয়

যেহেতু স্ট্রিট ভিউ আশপাশের সব দৃশ্যই ধারণ করে, তাই এখানে কোনো ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টিও চলে আসে। এর আগে পথচারী, স্ট্রিট ভিউ ক্যামেরার আশপাশের ব্যক্তিদের কিংবা স্পর্শকাতর কিছু বিষয়ের ছবি ধরা পড়ার অভিযোগ ওঠে। তবে কারো গোপনীয়তা বা নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে স্ট্রিট ভিউ। সম্প্রতি স্ট্রিট ভিউ পরীক্ষামূলকভাবে চালুর অনুষ্ঠানে গুগলের কর্মকর্তা জেমস ম্যাকলার বলেন, এই প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর জন্য সব ধরনের সুবিধা বজায় রাখে। পাশাপাশি এখানে ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। গুগল মুখমণ্ডল ও গাড়ির নম্বরফলক ঝাপসা করার একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যেনো সেগুলোকে শনাক্ত করা না যায়। এছাড়া ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে তাদের কোনো ছবি ঝাপসা করার অনুরোধ পেলে গুগল তা গুরুত্বসহ বিবেচনা করে। ওয়েবের মাধ্যমে কোনো ছবির বিরুদ্ধে বা গোপনীয়তা রক্ষার রিপোর্ট করার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই এই সেবা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই কজ

ফিডব্যাক : bmtuhin@gmail.com